BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : TAHAJJUD

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّهَجُّدِ

অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ

٧١٥. بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

৭১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে তাহাজ্জুদ (ঘুম থেকে জেগে) সালাত আদায় করা। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ "আর আপনি রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য"।

١٠٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُوْ أُمَيَّةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيْ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

১০৫৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন, তখন দু'আ পড়তেন – "ইয়া আল্লাহ্! আপনারই

জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিক আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনিই চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য ; আপনার সাক্ষাত সত্য ; আপনার বাণী সত্য ; জান্নাত সত্য ; জাহান্নাম সত্য ; নবীগণ সত্য ; মুহাম্মাদ ﷺ সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ্! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পন করলাম ; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম ; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজূ' করলাম ; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, অথবা (অপর বর্ণনায়) আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, (অপর সূত্রে) আবদুল করীম আবূ উমাইয়্যা (র.) তাঁর বর্ণনায় ' وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ' (অংশটুকু) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧١٦. بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদত করার ফযীলত।

١٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا رَاٰى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرٰى رُؤْيَا فَاَقُصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ غُلاَمًا وَكُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُ فِي النَّوْمِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِيْ فَذَهَبَا بِيْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَاِذَا فِيْهَا اُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِيْ لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً .

১০৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও মাহমুদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবিতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে বর্ণনা করত। এতে আমার মনে আকাঙ্খা জাগলো যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। তখন আমি যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমি মসজিদে ঘুমাতাম।

banglainternet.com

আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কূপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধানো। তাতে দু'টি খুঁটি রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন কতক লোক, যাদের আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফিরিশ্‌তা আমাদের সংগে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন) হাফ্‌সা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। এরপর হাফসা (রা.) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেনঃ আবদুল্লাহ্ কতই ভাল লোক! যদি রাত জেগে সে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত! এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (রা.) খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

٧١٧. بَابُ طُوْلِ السُّجُوْدِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাতে সিজ্‌দা দীর্ঘ করা।

١٠٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِيْ لِلصَّلاَةِ .

১০৫৬ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাহাজ্জুদে) এগার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) সালাত। সে সালাতে তিনি এক একটি সিজ্‌দা এত পরিমাণ (দীর্ঘায়িত) করতেন যে, তোমাদের কেউ (সিজ্‌দা থেকে) তাঁর মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারত। আর ফজরের (ফরয) সালাতের আগে তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি ডান কাঁতে শুইতেন যতক্ষণ না সালাতের জন্য তাঁর কাছে মুআয্‌যিন আসতো।

٧١٨. بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيْضِ

৭১৮. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির তাহাজ্জুদ আদায় না করা।

١٠٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُوْلُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً لَيْلَتَيْنِ .

banglainternet.com

১০৫৭ আবূ না'আইম (র.).....জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এক রাত বা দু' রাত তিনি (তাহাজ্জুদ সালাতের উদ্দেশ্যে) উঠেন নি।

١٠٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ اَبْطَاَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى .

১০৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র.).....জুনদাব ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাময়িকভাবে জিব্‌রীল আলাইহিস্ সালাম নবী ﷺ-এর দরবারে হাযিরা থেকে বিরত থাকেন। এতে জনৈকা কুরাইশ নারী বলল, তার শয়তানটি তাঁর কাছে আসতে দেরী করছে। তখন নাযিল হল- وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى . مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى "শপথ পূর্বাহ্নের ও রজনীর! যখন তা হয় নিঝুম। আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি।" (সূরা দুহা)।

٧١٩. بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ اِيْجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

৭১৯. অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের প্রতি নবী ﷺ-এর উৎসাহ প্রদান, অবশ্য তিনি তা ওয়াজিব করেন নি। নবী ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতে উৎসাহ দানের জন্য একরাতে ফাতিমা ও আলী রা.।-এর ঘরে গিয়েছিলেন।

١٠٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ .

১০৫৯ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! আজ রাতে কত না ফিত্‌না নাযিল করা হল! আজ রাতে কত না (রাহমাতের) ভান্ডারই নাযিল করা হল! কে জাগিয়ে দিবে হুজরাগুলোর বাসিন্দাদের ? ওহে! শোন, দুনিয়ার অনেক বস্ত্র পরিহিতা আখিরাতে বিবস্ত্রা হয়ে যাবে।

١٠٦٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ اَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْنَا ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

banglainternet.com

১০৬০ আবুল ইয়ামান (র.).....আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা কি সালাত আদায় করছ না ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ্ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে মরযী করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন প্রত্যোত্তর করলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন- وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।"

١٠٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّيْ لَاُسَبِّحُهَا .

১০৬১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে আমল করা পসন্দ করতেন, সে আমল কোন কোন সময় এ আশংকায় ছেড়েও দিতেন যে, লোকেরা সে আমল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো চাশ্‌তের সালাত আদায় করেন নি।[১] আমি সে সালাত আদায় করি।

١٠٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلَّا اَنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ .

১০৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, কিছু লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি সালাত আদায় করলেন এবং লোক আরো বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থরাতে লোকজন সমবেত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে শুধু এ আশংকাই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। আর ঘটনাটি ছিল রামাযান মাসের (তারাবীহ্‌র সালাতের)।

banglainternet.com

১. হযরত আয়িশা (রা.) একথা তাঁর জানা অনুসারে বলেছেন। উম্মু হানী (রা.)-এর রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাশ্‌ত আদায় প্রমাণিত আছে। —আইনী।

٧٢٠. بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُوْرُ الشُّقُوْقُ اِنْفَطَرَتْ اِنْشَقَّتْ

৭২০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর উভয় কদম মুবারক ফুলে যেতো। আয়িশা (রা.) বলেছেন, এমনকি তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। (কুরআনের শব্দ) 'اَلْفُطُوْرُ' অর্থ 'ফেটে যাওয়া' 'اِنْفَطَرَتْ' 'ফেটে গেল'।

١٠٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُوْمُ اَوْ لَيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

১০৬৩ আবূ নু'আইম (র.).....মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রি জাগরণ করতেন অথবা রাবী বলেছেন, সালাত আদায় করতেন; এমন কি তাঁর পদযুগল অথবা তাঁর দু' পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হল, এত কষ্ট কেন করছেন? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন শুকরগুযার বান্দা হব না?

٧٢١. بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

৭২১. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর সময় যে ঘুমিয়ে পড়েন।

١٠٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ اَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

১০৬৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সালাত হল দাউদ (আ.)-এর সালাত। আর আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হল দাউদ (আ.)-এর সিয়াম। তিনি (দাউদ (আ.) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, এক দিন করতেন না।

١٠٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَشْعَثَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ

banglainternet.com

اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

১০৬৫ আবদান (র.).....মাসরূক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কাছে কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন ? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।

١٠٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنِ الاَشْعَثِ قَالَ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى .

১০৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.).....আশ'আস (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ মোরগের ডাক শুনে উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

١٠٦٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ اِلاَّ نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

১০৬৭ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই সাহ্‌রীর সময় হতো। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে এ কথা বলেছেন।

٧٢٢. بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتّٰى صَلّٰى الصُّبْحَ

৭২২. অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর পর ফজরের সালাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা।

١٠٦٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِي الصَّلاَةِ قَالَ كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

১০৬৮ ইয়াকুব ইব্ন ইব্‌রাহীম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) সাহ্‌রী খেলেন। যখন তারা দু' জন সাহ্‌রী সমাপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। (কাতাদা (র.) বলেন) আমরা আনাস ইব্ন মালিক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহ্‌রী সমাপ্ত করা ও (ফজরের) সালাত শুরু করার মধ্যে কি পরিমাণ সময় ছিল ? তিনি বললেন, কেউ পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এ পরিমাণ সময়।

banglainternet.com

٧٢٣. بَابُ طُوْلِ الصَّلٰوةِ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭২৩. অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের সালাত দীর্ঘায়িত করা।

١٠٦٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سَوْءٍ . قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَقْعُدَ وَ اَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ .

১০৬৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে আমি নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম। (আবূ ওয়াইল (র.) বলেন) আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন ? তিনি বললেন, ইচ্ছা করেছিলাম, বসে পড়ি এবং নবী ﷺ-এর ইক্তিদা ছেড়ে দেই।

١٠٧٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১০৭০ হাফস ইব্ন উমর (র.).....হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ (দাঁত) পরিষ্কার করে নিতেন।

٧٢٤. بَابُ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ

৭২৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর সালাত কিরূপ ছিল এবং রাতে তিনি কত রাকা'আত সালাত আদায় করতেন ?

١٠٧١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১০৭১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেন, একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতের সালাতের (আদায়ের) পদ্ধতি কি ? তিনি বললেন ঃ দু' রাকা'আত করে। আর ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকা'আত মিলিয়ে বিত্র আদায় করে নিবে।

١٠٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِيْ بِاللَّيْلِ .

banglainternet.com

১০৭২ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সালাত ছিল তের রাকা'আত অর্থাৎ রাতে। (তাহাজ্জুদ ও বিত্‌রসহ)।

١٠٧٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

১০৭৩ ইসহাক (র.).....মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) ব্যতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগার রাকা'আত।

١٠٧٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১০৭৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, বিত্‌র এবং ফজরের দু রাকা'আত (সুন্নাত)ও এর অন্তর্ভুক্ত।

٧٢٥. بَابُ قِيَامِ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً، اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ، اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً ، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيْلاً ، اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً ، وَقَوْلُهُ : عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ، عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنَ مِنْكُمْ مَرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ ، وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَشْاً قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ وِطَاءً قَالَ مُوَاطَاةُ الْقُرْاٰنِ اَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُوَاطِؤُا لِيُوَافِقُوْا .

৭২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর ইবাদাতে রাত জাগরণ এবং তাঁর ঘুমানো আর রাত জাগার যুতুটুক রহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "হে বস্ত্রাবৃত! (ইবাদাতে) রাত

banglainternet.com

জাগুন কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধেক রাত অথবা তার কিছু কম সময়। অথবা এর চাইতেও কিছু বাড়িয়ে নিন। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন, ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর করে। আমি আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরভার বাণী, অবশ্য রাতের উপাসনা প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাক্য পূরণে সঠিক। দিবাভাগে রয়েছে আপনার জন্য দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৭৩ ঃ ১–৭৩) এবং তাঁর বাণী ঃ তিনি (আল্লাহ্) জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। অতএব, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কাজেই, কুরআন থেকে যতটুকু সহজ-সাধ্য তিলাওয়াত কর। সালাত কায়িম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মংগলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রীম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র নিকট। এটিই উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহান। অতএব, তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭৩ ঃ ২০)। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাবশী ভাষার 'نَشَأَ' শব্দটির অর্থ ' قَامَ ' ।উঠে দাড়াল। আর ' وِطَاءً ' শব্দের অর্থ হল– কুরআনের অধিক অনুকূল ।অর্থাৎ তাঁর কান, চোখ এবং হৃদয়ের বেশী অনুকূল এবং তাই তা কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অধিকতর উপযোগী। 'لِيُوَاطِئُوا' শব্দের অর্থ হল 'যাতে তারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে'।

١٠٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ ، تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ ،

১০৭৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)........আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতেন না। এমন কি আমরা ধারণা করতাম যে, সে মাসে তিনি সিয়াম পালন করবেন না। আবার কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতে থাকতেন, এমন কি আমাদের ধারণা হত যে, সে মাসে তিনি সিয়াম ছাড়বেন না। তাঁকে তুমি সালাত রত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেতে। সুলাইমান ও আবূ খালিদ আহ্মার (র.) হুমাইদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

٧٢٦. بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

৭২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা সালাত আদায় না করলে গ্রীবাদেশে শয়তানের গ্রন্থী বেধে দেওয়া।

١٠٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ .

১০৭৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে উযূ করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, তারপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।

١٠٧٧ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا قَالَ اَمَّا الَّذِيْ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ .

১০৭৭ মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র.).....সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেছেন, যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ লোক যে কুরআন শরীফ শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।[১]

٧٢٧. بَابُ اِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُذُنِهِ

৭২৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়।

١٠٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهِ

banglainternet.com

১. হাদীসখানা এখানে অংশ বিশেষ উল্লিখিত হয়েছে, পূর্ণাংগ হাদীস রয়েছে " كتاب الجنائز " -এ।

عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى اَصْبَحَ مَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ ، فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُذُنِهِ .

১০৭৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে এক ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করা হল– সকাল বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, সালাতের জন্য (যথা সময়ে) জাগ্রত হয়নি, তখন তিনি (নবী ﷺ) ইরশাদ করলেন ঃ শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে।

٧٢٨. بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلٰوةِ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ كَانُوْا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ اَيْ مَا يَنَامُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

৭২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষভাগে দু'আ করা ও সালাত আদায় করা। আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেছেন ঃ রাতের সামান্য পরিমাণ (সময়) তাঁরা নিদ্রারত থাকেন, শেষ রাতে তাঁরা ইসতিগ্ফার করেন। (সূরা আয্–যারিয়াত ঃ ১৮)।

١٠٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ ، مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهُ .

১০৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে ? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার কাছে চাইবে ? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ? আমি তাকে ক্ষমা করব।

٧٢٩. بَابُ مَنْ نَامَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَاَحْيَا اٰخِرَهُ وَقَالَ سَلْمَانُ لِاَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قَالَ قُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ

৭২৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে থাকে এবং শেষ অংশকে (ইবাদাত দ্বারা) প্রাণবন্ত রাখে। সালমান (রা.) আবূ দারদা (রা.)–কে (রাতের প্রথমাংশে) বললেন, (এখন) ঘুমিয়ে পড়, শেষ রাত হলে তিনি বললেন, (এখন) উঠে পড়। (বিষয়টি অবগত হয়ে) নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ সালমান যথার্থ বলেছে।

banglainternet.com

١٠٨٠ حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّيْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَاِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَاِلاَّ تَوَضَّاَ وَخَرَجَ .

১০৮০ আবুল ওয়ালীদ ও সুলাইমান (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, তিনি প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষাংশে জেগে সালাত আদায় করতেন। এরপর তাঁর শয্যায় ফিরে যেতেন, মুআয্যিন আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় উযূ করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।

٧٣٠. بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

৭৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে নবী ﷺ-এর রাত জেগে ইবাদাত।

١٠٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ .

১০৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকা'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকা'আত (বিত্‌র) সালাত আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বিত্‌রের আগে ঘুমিয়ে থাকেন ? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।

banglainternet.com

١٠٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبِرَ قَرَاَ جَالِسًا ،

فَاِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ .

১০৮২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের কোন সালাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বসে কিরাআত পড়তে দেখিনি। অবশ্য শেষ দিকে বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি বসে কিরাআত পড়তেন। যখন (আরম্ভকৃত) সূরার ত্রিশ চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সে পরিমাণ কিরাআত পড়ার পর রুকূ' করতেন।

٧٣١. بَابُ فَضْلِ الطُّهُوْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৭৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও দিনে তাহারাত (পবিত্রতা) হাসিল করার ফযীলত এবং উযূ করার পর রাতে ও দিনে সালাত আদায়ের ফযীলত।

١٠٨٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْاِسْلاَمِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِيْ اَنِّيْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ اَنْ اُصَلِّيَ .

১০৮৩ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একদিন ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রা.) বললেন, দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তাহারাত ও পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাক্‌দীরে লেখা ছিল। আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করিনি।

٧٣٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي الْعِبَادَةِ

৭৩২. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়।

١٠٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ قَالُوْا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ

banglainternet.com

بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِيْ اِمْرَاَةٌ مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْاَعْمَالِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا .

১০৮৪ আবূ মা'মার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (মসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দুটি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ রশিটি কি কাজের জন্য ? লোকেরা বললো, এটি যায়নাবের রশি, তিনি (ইবাদত করতে করতে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ না, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রফুল্লতা ও সজীবতা থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ আসাদের এক মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আগমণ করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মহিলাটি কে ? আমি বললাম, অমুক। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন তাঁর সালাতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ রেখে দাও। সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা (সাওয়াব প্রদানে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়।

٧٣٣. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُوْمُهُ

৭৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদাতকারীর ঐ ইবাদাত বাদ দেওয়া মাকরূহ।

١٠٨٥ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَقَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ .

১০৮৫ আব্বাস ইব্ন হুসাইন ও মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদাত করত, পরে রাত জেগে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে। হিশাম (র.).....আবূ সালামা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

banglainternet.com

٧٣٤. بَابُ

৭৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ

١٠٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ اِنِّيْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَاِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ .

১০৮৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবুল আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি রাত ভর ইবাদাতে জেগে থাক, আর দিনভর সিয়াম পালন কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা আমি করে থাকি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ একথা নিশ্চিত যে, তুমি এমন করতে থাকলে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার দেহের অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার পরিজনেরও অধিকার রয়েছে। কাজেই তুমি সিয়াম পালন করবে এবং বাদও দেবে। আর জেগে ইবাদাত করবে এবং ঘুমাবেও।

٧٣٥. بَابُ فَضْلُ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى

৭৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে তাঁর ফযীলত।

١٠٨٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ حَدَّثَنِيْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اَوْ دَعَا اُسْتُجِيْبَ ، فَاِنْ تَوَضَّاَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ .

১০৮৭ সাদাকা ইব্ন ফায্ল (র.).....উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে এ দু'আ পড়ে ..... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এক আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহ্রই জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্ মহান, গুনাহ্ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র তাওফীক ব্যতীত। তারপর বলে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন। বা (অন্য কোন) দু'আ করে, তাঁর দু'আ কবূল করা হয়। এরপর উযূ করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাত কবূল করা হয়।

banglainternet.com

١٠٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ الْهَيْثَمُ بْنُ اَبِيْ سِنَانٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُّ فِيْ قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخًا لَكُمْ لاَ يَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِيْ بِذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ :

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ * اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا * بِهِ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ * اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ اَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ وَالْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১০৮৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....হায়সাম ইব্ন আবূ সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর ওয়ায বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের এক ভাই অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) অনর্থক কথা বলেন নি।[১]

"আর আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল, যিনি আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করেন, যখন উদ্ভাসিত হয় ভোরের আলো। গোমরাহীর পর তিনি আমাদের হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তাই আমাদের হৃদয়সমূহ, তাঁর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী যে তিনি যা বলেছেন তা অবশ্য সত্য। তিনি রাত কাটান শয্যা থেকে পার্শ্বকে দূরে সরিয়ে রেখে, যখন মুশরিকরা শয্যাগুলোতে নিদ্রামগ্ন থাকে।"

আর উকাইল (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়দী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রেও তা বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَاَنَّ بِيَدِيْ قِطْعَةَ اِسْتَبْرَقٍ فَكَاَنِّيْ لاَ اُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ اِلَيْهِ وَرَاَيْتُ كَاَنَّ اثْنَيْنِ اَتَيَانِيْ اَرَادَا اَنْ يَذْهَبَا اِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ فَقَصَصْتُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اِحْدٰى رُؤْيَايَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْكَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوْا لاَيَزَالُوْنَ يَقُصُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الرُّؤْيَا اَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاَتْ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ .

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) আনসারী কবি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি। তিনি মূতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

banglainternet.com

১০৮৯ আবূ নু'মান (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সময়ে আমি (এক রাতে) স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার হাতে একখন্ড মোটা রেশমী কাপড় রয়েছে এবং যেন আমি জান্নাতের যে কোন স্থানে যেতে ইচ্ছা করছি। কাপড় (আমাকে) সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যচ্ছে। অপর একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমার কাছে এসে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তখন অন্য একজন ফিরিশ্‌তা তাঁদের সামনে এসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। (আর ঐ দু'জনকে বললেন) তাকে ছেড়ে দাও। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমার স্বপ্নদ্বয়ের একটি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আব্‌দুল্লাহ্ কত ভাল লোক! যদি সে রাতের বেলা সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত। এরপর থেকে আব্‌দুল্লাহ্ (রা.) রাতের এক অংশে সালাত আদায় করতেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (তাঁদের দেখা) স্বপ্ন বর্ণনা দিলেন। লাইলাতুল কাদ্‌র রামাযানের শেষ দশকের সপ্তম রাতে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি মনে করি যে, (লাইলাতুল কাদর শেষ দশকে হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদ্‌রের অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন তা (রামাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান করে।

٧٣٦. بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আত নিয়মিত আদায় করা।

١٠٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْهِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا اَبَدًا .

১০৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন, এরপর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এবং দু' রাকা'আত আদায় করেন বসে। আর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন আযান ও ইকামাত-এর মধ্যবর্তী সময়ে। এ দু'রাকা'আত তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না।

٧٣٧. بَابُ الضَّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া।

١٠٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوالْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

banglainternet.com

১০৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করার পর ডান কাতে শুইতেন।

٧٣٨. بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

৭৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) এর পর কথাবার্তা বলা এবং না শোয়া।

١٠٩٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ .

১০৯২ বিশ্‌র ইব্‌ন হাকাম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করার পর আমি জেগে থাকলে, তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (জামা'আতের সময় হয়ে যাওয়ার) অবগতি প্রদান পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

٧٣٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنٰى قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِيْ ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَّ يُسَلِّمُوْنَ فِيْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ

৭৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত দু' রাকা'আত করে আদায় করা। মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিষয়টি আম্মার আবূ যার্‌র, আনাস, জাবির ইব্‌ন যায়িদ (রা.) এবং ইকরিমা ও যুহ্‌রী (র.) থেকেও উল্লেখিত হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (র.) বলেছেন, আমাদের শহরের (মদীনার) ফকীহ্‌গণকে দিনের সালাতে প্রতি দু'রাকা'আত শেষে সালাম করতে দেখেছি।

١٠٩٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ .

banglainternet.com

১০৯৩ কুতাইবা (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সব কাজে ইস্‌তিখারাহ্ [১] শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নয় এমন দু' রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়ে ঃ "ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার ইল্‌মের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দীষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরতের ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনিই (সব কিছুতে) ক্ষমতা রাখেন, আমি কোন ক্ষমতা রাখি না; আপনিই (সব বিষয়ে) অবগত আর আমি অবগত নই ; আপনিই গায়েব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ইয়া আল্লাহ্ ! আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আও ও শেষ পরিণতি হিসাবে যদি এ কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন তা হলে আমার জন্য তার ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন আর যদি এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম অথবা বলেছেন, আমার কাজের আও ও শেষ পরিণতি হিসাবে আমার জন্য ক্ষতি হয় বলে জানেন ; তা হলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন ; তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাযী থাকার তৌফিক দিন। তিনি ইরশাদ করেন "هٰذَا الْاَمْرَ" তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

١٠٩٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

১০৯৪ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).....আবূ কাতাদা ইব্‌ন রিব'আ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাকা'আত সালাত (তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ) আদায় করার আগে বসবে না।

١٠٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

১০৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর চলে গেলেন।

١٠٩٦ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ

banglainternet.com

১. সলাত ও দু'আর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয়ের কল্যাণ চাওয়া।

الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

১০৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যুহ্রের আগে দু' রাকা'আত [১], যুহ্রের পরে দু' রাকা'আত, জুমু'আর পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পরে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছি।

١٠٩٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

১০৯৭ আদম (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খুত্বা প্রদান কালে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা কেউ এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলে, যখন ইমাম (জুমু'আর) খুত্বা দিচ্ছেন, কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (হুজরা থেকে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে তখন যেন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।

١٠٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ اَتَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ مَنْزِلِهِ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَاَقْبَلْتُ فَاَجِدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ فَاَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِيْ وَجْهِ الْكَعْبَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَقَالَ عُثْمَانُ غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

১০৯৮ আবূ নু'আইম (র.).....মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা.) এর বাড়ীতে এসে তাঁকে খবর দিল, এই মাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, আমি অগ্রসর হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন। বিলাল (রা.) দরওয়াযার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বললাম, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফের ভিতরে সালাত আদায় করেছেন কি ? তিনি বললেন, হাঁ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন স্থানে ? তিনি বললেন, দু'স্তম্ভের মাঝখানে।[২] এরপর তিনি বেরিয়ে এসে কা'বার সামনে দু' রাকা'আত সালাত

১. কোন কোন রেওয়ায়াতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত বর্ণিত হয়েছে, সে অনুসারে হানাফী মাযহাব মতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত সুন্নাত আদায় করা হয়।

২. কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের সারিতে ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে। সামনের সারিতে দু'টি স্তম্ভ ডানে এবং একটি স্তম্ভ বামে রেখে দাঁড়ালে তা দরওয়াযা বরাবরে সামনের দু' স্তম্ভের মাঝখানে হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দরওয়াযা বরাবর অগ্রসর হয়ে দেয়ালের কাছে সালাত আদায় করেছিলেন।

banglainternet.com

আদায় করলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ আমাকে দু' রাকা'আত সালাতুয্ যুহা (চাশ্‌ত-এর সালাত)-এর আদেশ করেছেন। ইতবান (ইব্‌ন মালিক আনসারী) (রা.) বলেন, একদিন বেশ বেলা হলে নবী করীম ﷺ আবূ বাক্‌র এবং উমার (রা.) আমার এখানে আগমণ করলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম আর তিনি (আমাদের নিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত (চাশ্‌ত) আদায় করলেন।

٧٤٠. بَابُ الْحَدِيْثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের পর কথাবার্তা বলা।

١٠٩٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ . قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذٰلِكَ .

১০৯৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (ফজরের আযানের পর) দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (ডান) কাতে শয়ন করতেন। (বর্ণনাকারী আলী বলেন,) আমি সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কেউ এ হাদীসে (দু' রাকা'আত স্থলে) ফজরের দু' রাকা'আত রেওয়ায়েত করে থাকেন। (এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ?) সুফিয়ান (র.) বললেন, এটা তা-ই।

٧٤١. بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

৭৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের হিফাযত আর যারা এ দু' রাকা'আতকে নফল বলেছেন।

١١٠٠ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .

banglainternet.com

১১০০ বায়ান ইব্‌ন আম্‌র (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন নফল সালাতকে ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের ন্যায় অধিক হিফাযত ও গুরুত্ব প্রদানকারী ছিলেন না।

٧٤٢. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতে কতটুকু কিরাআত পড়া হবে।

١١٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১১০১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এরপর সকালে (ফজরের) আযান শোনার পর সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

١١٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى اِنِّيْ لاَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ بِاُمِّ الْكِتَابِ .

১১০২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের (ফরয) সালাতের আগের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) এত সংক্ষিপ্ত করতেন এমনকি আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন ?

٧٤٣. بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ

৭৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতের পর নফল সালাত।

١١٠٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهِ . وَحَدَّثَتْنِيْ اُخْتِيْ حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا تَابَعَهُ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَاَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ اَهْلِهِ .

১১০৩ মুসাদ্দাদ (র.).....উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণে আমি যুহরের আগে দু' রাকা'আত, যুহরের পর দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর দু' রাকা'আত, ইশার পর

banglainternet.com

দু' রাকা'আত এবং জুমু'আর পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও ইশার পরের সালাত তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন। ইব্ন উমর (রা.) আরও বলেন, আমার বোন (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ ফজর হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। (ইব্ন উমর (রা.) বলেন,) এটি ছিল এমন একটি সময়, যখন আমরা কেউ নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হতাম না। (তাই সে সময়ের আমল সম্পর্কে উম্মুহাতুল মু'মিনীন অধিক জানতেন)। কাসীর ইব্ন ফরকাদ ও আইয়ুব (র.) নাফি' (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ্ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্ন আবূয্ যিনাদ (র.) বলেছেন, মূসা ইব্ন উক্বা (র.) নাফি' (র.) থেকে ইশার পরে তাঁর পরিজনের মধ্যে কথাটি বর্ণনা করেছেন।

٧٤٤. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

৭৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফরযের পর নফল সালাত আদায় না করা।

١١٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا قُلْتُ يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّهُ .

১১০৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আট রাকা'আত একত্রে যুহর ও আসরের এবং সাত রাকা'আত একত্রে মাগরিব-ইশার আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে যুহর ও মাগরিবের পর সুন্নাত আদায় করা হয়নি।) আমর (র.) বলেন, আমি বললাম, হে আবুশ্ শা'সা! আমার ধারণা, তিনি যুহর শেষ ওয়াক্তে এবং আসর প্রথম ওয়াক্তে আর ইশা প্রথম ওয়াক্তে ও মাগরিব শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমিও তাই মনে করি।

٧٤٥. بَابُ صَلاَةِ الضُّحٰى فِي السَّفَرِ

৭৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সালাতুয্-যুহা (চাশ্ত) আদায় করা।

١١٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَتُصَلِّي الضُّحٰى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ اِخَالُهُ .

১১০৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মুওয়াররিক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি চাশ্ত-এর সালাত আদায় করে থাকেন ? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উমার (রা.) তা আদায় করতেন কি ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আবু বক্র (রা.) ? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ ? তিনি বললেন, আমি তা মনে

banglainternet.com

করি না। (আমার মনে হয় তিনিও তা আদায় করতেন না, তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না)।

١١٠٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ لَيْلٰى يَقُوْلُ مَا حَدَّثَنَا اَحَدٌ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ فَاِنَّهَا قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلّٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ اَرَصَلَاةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ .

১১০৬ আদম (র.).....আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা.) (নবী করীম ﷺ -এর চাচাত বোন) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ -কে চাশ্‌তের সালাত আদায় করতে দেখেছেন, এরূপ আমাদের কাছে কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি উম্মে হানী (রা.) অবশ্য বলেছেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্নে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁকে) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত (আদায় করতে) দেখি নি। তবে কিরাআত সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি রুকূ' ও সিজ্‌দা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করছিলেন।

٧٤٦. بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحٰى وَرَاٰهُ وَاسِعًا

৭৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যারা চাশ্‌ত-এর সালাত আদায় করেন না, তবে বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন (বাধ্যতামূলক মনে করেন না)।

١١٠٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰى وَاِنِّيْ لَاُسَبِّحُهَا .

১১০৭ আদম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে চাশ্‌ত-এর সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি। তবে আমি তা আদায় করে থাকি।

٧٤٧. بَابُ صَلَاةِ الضُّحٰى فِي الْحَضَرِ قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুকীম অবস্থায় চাশ্‌ত-এর সালাত আদায় করা। ইতবান ইব্ন মালিক (রা.) বিষয়টি নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন।

١١٠٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوْخَ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلَاثٍ لَا اَدَعُهُنَّ حَتّٰى اَمُوْتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحٰى وَنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ .

banglainternet.com

১১০৮ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী করীম ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, আমৃত্যু তা আমি পরিত্যাগ করব না। (কাজ তিনটি হল) ১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম (পালন করা), ২. সালাতুয্-যোহা (চাশ্‌ত এর সালাত আদায় করা) এবং ৩. বিত্‌র (সালাত) আদায় করে ঘুমান।

١١٠٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّيْ لَا اَسْتَطِيْعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلٰى بَيْتِهٖ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاءٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُوْدٍ لِاَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى فَقَالَ مَا رَاَيْتُهُ صَلّٰى غَيْرَ ذَالِكَ الْيَوْمِ .

১১০৯ আলী ইব্নুল জা'দ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক স্থূলদেহী আনসারী নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আরয্ করলেন, আমি আপনার সংগে (জামা'আতে) সালাত আদায় করতে পারি না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর উদ্দেশ্যে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং একটি চাটাই এর এক অংশে (কোমল ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে) পানি ছিটিয়ে (তা বিছিয়ে) দিলেন। তখন তিনি (নবী করীম ﷺ)-এর উপরে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইব্ন জারূদ (র.) (নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে) আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন (তবে কি) নবী করীম ﷺ চাশ্‌ত-এর সালাত আদায় করতেন ? আনাস (রা.) বললেন, সেদিন ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁকে এ সালাত আদায় করতে দেখিনি।

٧٤٨. بَابُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ

৭৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত।

١١١٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهٖ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهٖ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا حَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১১১০ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ থেকে আমি দশ রাকা'আত সালাত আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যুহরের আগে দু' রাকা'আত পরে দু' রকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে, ইশার পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে এবং দু' রাকা'আত সকালের (ফজরের) সালাতের আগে। ইব্ন উমর (রা.) বলেন,) আর সময়টি ছিল এমন,

banglainternet.com

যখন নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে (সাধারণত) কোন ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত না। তবে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুআয্যিন আযান দিতেন এবং ফজর (সুবহে-সাদিক) উদিত হত তখন নবী ﷺ দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

١١١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَايَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ .

১১১১ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের আগে চার রাকা'আত এবং (ফজরের আগে) দু'রাকা'আত সালাত (কখনো) ছাড়তেন না। ইব্ন আবূ আদী ও আমর (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্ইয়া (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٤٩. بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৭৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের আগে সালাত।

١١١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

১১১২ আবূ মা'মার (র.).....আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মাগরিবের (ফরযের) আগে (নফল) সালাত আদায় করবে; (এ কথাটি তিনি তিনবার ইরশাদ করলেন) লোকেরা আমলকে সুন্নাতের মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারে, এ কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ এ তার জন্য যে ইচ্ছা করে।

١١١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ اَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ اَلاَ اُعْجِبُكَ مِنْ اَبِيْ تَمِيْمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الاٰنَ قَالَ الشُّغْلُ .

১১১৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র.).....মারসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উকবা ইব্ন জুহানী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আবূ তামীম (র.) সম্পর্কে এ কথা বলে কি আমি আপনাকে বিস্মিত করে দিব না যে, তিনি মাগরিবের (ফরয) সালাতের আগে দু' রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করে থাকেন। উকবা (রা.) বললেন, (এতে বিস্মিত হওয়ার কি

banglainternet.com

আছে ?) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে তো আমরা তা আদায় করতাম। আমি প্রশ্ন করলাম, তা হলে এখন কিসে আপনাকে বিরত রাখছে ? তিনি বললেন, কর্মব্যস্ততা।

٧٥٠. بَابُ صَلاَةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত জামা'আতে আদায় করা। এ বিষয়ে আনাস ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١١٤ حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ تُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكٌ لاَ أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَقُلْ ذَاكَ أَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَاكَ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَحْنُ فَوَ اللَّهِ لاَ نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَاكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَاكَ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ

banglainternet.com

وَجَدْتُهُ حَيًّا فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَيْتُ بَنِيْ سَالِمٍ فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّيْ لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ الْحَدِيْثِ ، فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ـ

১১১৪ ইসহাক (র.)........ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহমূদ ইব্‌ন রাবী' আনসারী (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (শৈশবে তাঁর দেখা) নবী করীম ﷺ-এর কথা তাঁর ভাল স্মরণ আছে এবং নবী করীম ﷺ তাঁদের বাড়ীর কূপ থেকে (পানি মুখে নিয়ে বরকতের জন্য) তার মুখমণ্ডলে যে ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন সে কথাও তার ভাল স্মরণ আছে। মাহমূদ (র.) বলেন, যে, ইতবান ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা.)-কে (যিনি ছিলেন বদর জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে উপস্থিত বদরী সাহাবীগণের অন্যতম) বলতে শুনেছেন যে, আমি আমার কাওম বনূ সালিমের সালাতে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (কাওমের মসজিদের) মধ্যে বিদ্যমান একটি উপত্যকা। উপত্যকা বৃষ্টি হলে আমার মসজিদ গমণে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। এবং এ উপত্যকা অতিক্রম করে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হতো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমি আমার দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি অনুভব করছি (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই আমার একান্ত আশা যা আপনি শুভাগমণ করে (বরকত স্বরূপ) আমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করবেন; আমি সে স্থানটিকে মুসাল্লা (সালাতের স্থানরূপে নির্দ্ধারিত) করে নিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, অচিরেই তা করবো। পরের দিন সূর্যের উত্তাপ যখন বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বক্‌র (রা.) (আমার বাড়ীতে) তাশরীফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম, তিনি উপবেশন না করেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘরের কোন্ জায়গায় আমার সালাত আদায় করা তুমি পসন্দ কর ? যে স্থানে তাঁর সালাত আদায় করা আমার মনঃপূত ছিল, তাঁকে আমি সে স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বললেন, আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তাঁর সালাম ফেরানোর সময় আমরাও সালাম ফিরালাম। এরপর তাঁর উদ্দেশ্য যে খাযীরা প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা আহারের জন্য তাঁর প্রত্যাগমনে আমি বিলম্ব ঘটালাম। ইতিমধ্যে মহল্লার লোকেরা আমার বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থানের সংবাদ শুনতে পেয়ে তাঁদের কিছু লোক এসে গেলেন। এমন কি আমার ঘরে অনেক লোকের সমাগম ঘটলো। তাঁদের একজন বললেন, মালিক (ইব্‌ন দুখায়শিন) করল কি? তাকে দেখছি না যে? তাঁদের একজন জবাব দিলেন, সে মুনাফিক! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ এমন কথা বলবে না। তুমি কি লক্ষ্য করছ না, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করেছে। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও আলাপ-আলোচনা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেনঃ আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন,

banglainternet.com

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করে। মাহমূদ (রা.) বলেন, এক যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে একদল লোকের কাছে বর্ণনা করলাম তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী আবূ আইয়ূব (আনসারী) (রা.) ছিলেন। তিনি সে যুদ্ধে ওফাত পেয়েছিলেন। আর ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা.) রোমানদের দেশে তাদের আমীর ছিলেন। আবূ আইয়ূব (রা.) আমার বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যে কথা বলেছ তা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ফলে তা আমার কাছে ভারী মনে হল। তখন আমি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যদি এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি আমাকে নিরাপদ রাখেন, তাহলে আমি ইত্‌বান ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে তাঁর কাউমের মসজিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো, যদি তাঁকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাই। এরপর আমি ফিরে চললাম এবং হাজ্জ কিংবা উমরার নিয়্যাতে ইহ্‌রাম করলাম। তারপর সফর করতে করতে আমি মদীনায় উপনীত হয়ে বনূ সালিম গোত্রে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম ইত্‌বান (রা.) যিনি তখন একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তি কাউমের সালাতে ইমামতি করছেন। তিনি সালাত শেষ করলে আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং আমার পরিচয় দিয়ে উক্ত হাদীস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি প্রথমবারের মতই অবিকল হাদীসখানা আমাকে শুনালেন।

٧٥١. بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

৭৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত ঘরে আদায় করা।

١١١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ .

১১১৫ আবুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কিছু কিছু সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করবে, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না। আবদুল ওহ্‌হাব (র.) আইউব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওহাইব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٥١. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

৭৫১. (ক) অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে সালাতের ফযীলত।

١١١٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

banglainternet.com

১১১৬ হাফ্স ইব্ন উমর (র.).....কাযআ' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-কে চারটি (বিষয়) বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সংগে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অন্য সূত্রে আলী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদুল আক্‌সা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করবে না)।

١١١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

১১১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে উত্তম।

٧٥٢. بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

৭৫২. অনুচ্ছেদ ঃ কুবা মসজিদ[১]।

١١١٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ لاَ يُصَلِّىْ مِنَ الضُّحٰى اِلاَّ فِىْ يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدُمُ بِمَكَّةَ فَاِنَّهُ كَانَ يَقْدُمُهَا ضُحًى فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَاْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ فِيْهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَصْنَعُ كَمَا رَاَيْتُ اَصْحَابِىْ يَصْنَعُوْنَ وَلاَ اَمْنَعُ اَحَدًا اَنْ يُصَلِّىَ فِىْ اَىِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ غَيْرَ اَنْ لاَتَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا .

১১১৮ ইয়াকূব ইব্ন ইব্‌রাহীম (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) দু' দিন ব্যতীত অন্য সময়ে চাশ্‌তের সালাত আদায় করতেন না, যে দিন তিনি মক্কায় আগমণ করতেন, তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি চাশ্‌তের সময় মক্কায় আগমণ করতেন। তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পর মাকামে ইব্‌রাহীম-এর পিছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর যে দিন তিনি কুবা

banglainternet.com

১. কুবা মসজিদ ঃ মসজিদে নববী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত মদীনার প্রথম মসজিদ এবং মদীনায় হিজরাতকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রথম অবস্থান স্থল।

মসজিদে গমণ করতেন। তিনি প্রতি শনিবার সেখানে গমণ করতেন এবং সেখানে সালাত আদায় না করে বেরিয়ে আসা অপসন্দ করতেন। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইব্ন উমর (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুবা মসজিদ যিয়ারত করতেন– কখনো আরোহী হয়ে, কখনো পায়ে হেটে। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইব্ন উমর (রা.) তাঁকে আরো বলতেন, আমি আমার সাথীগণকে যেমন করতে দেখেছি তেমন করব। আর কাউকে আমি দিন রাতের কোন সময়ই সালাত আদায় করতে বাধা দিই না, তবে তাঁরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় (সালাত আদায়ের) ইচ্ছা না করে।

٧٥٣. بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

৭৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি শনিবার যিনি কুবা মসজিদে আসেন।

١١١٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

১১১৯ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো আরোহণ করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-ও তা-ই করতেন।

٧٥٤. بَابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

৭৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে কুবা মসজিদে আসা।

١١٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ .

১১২০ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আসতেন। ইব্ন নুমাইর (র.) নাফি' (র.) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সেখানে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

٧٥٥. بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

৭৫৫. অনুচ্ছেদঃ কবর (রওযা শরীফ) ও মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত।

banglainternet.com

١١٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .

১১২১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

١١٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ .

১১২২ মুসাদ্দাদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আর আমার মিম্বর অবস্থিত (রয়েছে) আমার হাউয (কাউসার)-এর উপরে।

٧٥٦. بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

৭৫৬. অনুচ্ছেদঃ বায়তুল মুকাদ্দাস-এর মসজিদ।

١١٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلٰى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِاَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِيْ وَاَنْقَنَنِيْ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ يَوْمَيْنِ اِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى وَلَاصَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَلَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ .

১১২৩ আম্বুল ওয়ালীদ (র.).....যিয়াদের আযাদকৃত দাস কাযা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা.)-কে নবী করীম ﷺ থেকে চারটি বিষয় বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমাকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন ঃ মহিলারা স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম[১] ব্যতীত দু'দিনের দূরত্বের পথে সফর করবে না। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনগুলোতে সিয়াম পালন নেই। দু' (ফরয) সালাতের পর কোন (নফল ও সুন্নাত) সালাত নেই। ফজরের পর সূর্যোদয় (সম্পন্ন) হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। এবং ১. মাসজিদুল হারাম, (কা'বা শরীফ ও সংলগ্ন মসজিদ) ২. মাসজিদুল আক্‌সা (বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ) এবং ৩. আমার মসজিদ (মদীনার মসজিদে নববী) ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) হাওদা বাঁধা যাবে না। (সফর করবে না)

১. মাহ্‌রাম ঃ স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম এমন সম্পর্কযুক্ত পুরুষ যেমন – দাদা, বাবা, ভাই, ভাতীজা, মামা, চাচা, শ্বশুর ইত্যাদি।

banglainternet.com

٧٥٧. بَابُ اِسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ اِذَا كَانَ مِنْ اَمْرِ الصَّلاَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِيْنُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ وَوَضَعَ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلاَةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الْاَيْسَرِ اِلاَّ اَنْ يَحُكَّ جِلْدًا اَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا .

৭৫৭. অনুচ্ছেদঃ সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সালাতের মধ্যে হাতের সাহায্যে করা। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সালাতের মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা (প্রয়োজনে সালাত সংশ্লিষ্ট কাজে) সাহায্য নিতে পারে। আবূ ইসহাক (র.) সালাতরত অবস্থায় তাঁর টুপী নামিয়ে রেখেছিলেন এবং তা তুলে মাথায় দিয়েছিলেন। আলী (রা.) (সালাতে) সাধারণত তাঁর (ডান হাতের) পাঞ্জা বাম হাতের কব্জির উপরে রাখতেন, তবে কখনো শরীর চুলকাতে হলে বা কাপড় ঠিক করে নিতে হলে তা করে নিতেন।

١١٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ اٰيَاتٍ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى رَاْسِيْ وَاَخَذَ بِاُذُنِيْ الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

১১২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটালেন। তিনি বলেন, আমি বালিশের প্রস্থের দিকে শুয়ে পড়লাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সহধর্মিনী বালিশের দৈর্ঘ্যে শয়ন করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্যরাত তার কিছু আগ বা পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠে বসলেন এবং দু'হাতে মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের আমেজ দূর করলেন। এরপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। পরে একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এর পানি

banglainternet.com

দ্বারা উত্তমরূপে উযূ করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও উঠে পড়লাম এবং তিনি যেরূপ করেছিলেন, আমিও সেরূপ করলাম। এরপর আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপরে রেখে আমার ডান কানে মোচড়াতে লাগলেন (এবং আমাকে তাঁর পিছন থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।) তিনি তখন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর (শেষ দু' রাকা'আতের সাথে আর এক রাকা'আত দ্বারা বেজোড় করে) বিত্র আদায় করে শুয়ে পড়লেন। অবশেষে (ফজরের জামা'আতের জন্য) মুআয্যিন এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত (কিরাআতে) দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করলেন। এরপর (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যান এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন।

٧٥٨. بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

৭৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া।

١١٢٥ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً .

১১২৫ ইব্ন নুমায়র (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম; তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশীর নিকট থেকে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (সালাত রত অবস্থায়) সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিলেন না এবং পরে ইরশাদ করলেন ঃ সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

١١٢٦ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ ابْنُ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১২৬ ইব্ন নুমায়র (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى أَخْبَرَنَا عِيسٰى عَنْ إِسْمٰعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتّٰى نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الآيَةَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ .

banglainternet.com

১১২৭ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র.).....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা

নবী করীম ﷺ-এর সময়ে সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সংগীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ الاية "তোমরা তোমাদের সালাতসমূহের সংরক্ষণ কর ওনিয়মানুবর্তীতারক্ষা কর; বিশেষত মধ্যবর্তী (আসর) সালাতে, আর তোমরা (সালাতে) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হও।" (২ : ২৩৮) এরপর থেকে আমরা সালাতে নিরব থাকতে আদিষ্ট হলাম।

৭৫৯. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

৭৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে পুরুষদের জন্য যে 'তাসবীহ্' ও 'তাহ্‌মীদ' বৈধ।

১১২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتُمْ فَاَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلّٰى فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا التَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَايَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا الْتَفَتَ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّفِّ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى ۔

১১২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)........সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বনূ আমর ইব্‌ন আওফ এর মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, ইতিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হল। তখন বিলাল (রা.) আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, নবী করীম ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি লোকদের সালাতে ইমামতি করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তোমরা চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন, আবূ বকর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নবী করীম ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ 'তাসফীহ্' করতে লাগলেন। সাহ্‌ল (রা.) বললেন, তাসফীহ্ কি তা তোমরা জান? তা হল 'তাস্‌ফীক'[১] (তালি বাজান।) আবূ বকর (রা.) সালাত অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করতেন না। মুসল্লীগণ অধিক তালি বাজালে তিনি সে দিকে লক্ষ্য করামাত্র নবী করীম ﷺ -কে কাতারে দেখতে পেলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন–যথাস্থানে থাক। আবূ বকর (রা.) তখন দু'হাত তুলে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ বর্ণনা করলেন এবং পিছু হেঁটে চলে এলেন। নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন।

banglainternet.com

১. 'তাস্‌ফীক' (تصفيق) এক হাতের তালু দ্বারা অন্য হাতের তালুতে আঘাত করা।

٧٦٠. بَابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

৭৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কারো নাম নিলো অথবা কাউকে সালাম করল অথচ সে তা জানেও না।

١١٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .

১১২৯ আম্‌র ইব্‌ন ঈসা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সালাতের (বৈঠকে) আত্‌তাহিয়্যাতু .....বলতাম, তখন আমাদের একে অপরকে সালামও করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা বলবে..... اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ "যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌রই জন্য। হে (মহান) নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত (বর্ষিত) হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সালিহ্ বান্দাদের প্রতি; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" কেননা, তোমরা এরূপ করলে আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌র সকল সালিহ্ বান্দাকে তোমরা যেন সালাম করলে।

٧٦١. بَابُ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

৭৬১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে মহিলাদের 'তাস্‌ফীক'।

١١٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

১১৩০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাস্‌বীহ্–সুবহানাল্লাহ্ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক'।

banglainternet.com

١١٣١ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ .

১১৩১ ইয়াহ্ইয়া (র.).....সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ সালাতে (দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে) পুরুষদের বেলায় 'তাসবীহ্' আর মহিলাদের বেলায় তাসফীহ্।

٧٦٢. بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلاَتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬২. অনুচ্ছেদ ঃ উদ্ভূত কোন কারণে সালাতে থাকা অবস্থায় পিছনে চলে আসা অথবা সামনে এগিয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

١١٣٣ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يَفْتَتِنُوْا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوْا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ ذَالِكَ الْيَوْمَ .

১১৩২ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিমগণ সোমবার (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের দিন) ফজরের সালাতে ছিলেন, আবূ বকর (রা.) তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। নবী করীম ﷺ আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা সরিয়ে তাঁদের দিকে তাকালেন। তখন তাঁরা সারিবদ্ধ ছিলেন। তা দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। তখন আবূ বকর (রা.) তাঁর গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পিছে সরে আসলেন। তিনি ধারণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য আসার ইচ্ছা করছেন। নবী করীম ﷺ কে দেখার আনন্দে মুসলিমগণের সালাত ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন তিনি সালাত সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের দিকে হাতে ইশারা করলেন। এরপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করেন এবং পর্দা ছেড়ে দেন আর সে দিনই তাঁর ওফাত হয়।

٧٦٣. بَابُ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي صَلاَةٍ

banglainternet.com

৭৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মা তার সালাত রত সন্তানকে ডাকলে।

١١٣٤ حَدَّثَنَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادَتِ امْــــرَأَةٌ اِبْنَهَا وَهُوَ فِيْ صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اللّٰهُمَّ اُمِّيْ وَصَلاَتِيْ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اللّٰهُمَّ اُمِّيْ وَصَلاَتِيْ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اللّٰهُمَّ اُمِّيْ وَصَلاَتِيْ قَالَتْ اللّٰهُمَّ لاَيَمُوْتُ جُرَيْجُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ وَجْهِ الْمَيَامِيْسِ وَكَانَتْ تَأْوِيْ اِلٰى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيْلَ لَهَا مِمَّنْ هٰذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جُرَيْجُ اَيْنَ هٰذِهِ الَّتِيْ تَزْعُمُ اَنَّ وَلَدَهَا لِيْ قَالَ يَابَابُوْسُ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ ٠

১১৩৩ লাইস (র.) বলেন, জা'ফর (র.)..........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গীর্জায় ছিল। বলল, হে জুরাইজ! ছেলে মনে মনে বলল, ইয়া আল্লাহ্! (এক দিকে) আমার মা (এর ডাক) আর (অপর দিকে) আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমার মা আর আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমার মা ও আমার সালাত। মা (বিরক্ত হয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ্! পতিতাদের সামনে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়। এক রাখালিনী যে বকরী চরাতো, সে জুরাইজের গীর্জায় আসা যাওয়া করত। সে একটি সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—এ সন্তান কার ঔরসজাত ? সে জবাব দিল, জুরাইজের ঔরষের। জুরাইজ তাঁর গীর্জা থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় সে মেয়েটি, যে বলে যে, তার সন্তানটি আমার ? (সন্তানসহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হলে, নিজে নির্দোষ প্রমাণের উদ্দেশ্যে শিশুটিকে লক্ষ্য করে) জুরাইজ বলেন, হে বাবূস! তোমার পিতা কে ? সে বলল, বকরীর অমুক রাখাল।

٧٦٤. بَابُ مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلاَةِ

৭৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে কংকর সরানো।

١١٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَيْقِيْبُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ٠

১১৩৪ আবূ নু'আইম (র.)........মু'আইকীব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজ্‌দার স্থান থেকে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তা হলে একবার।

banglainternet.com

٧٦٥. بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ لِلسُّجُوْدِ

৭৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সিজ্‌দার জন্য কাপড় বিছানো।

١١٣٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْعَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১১৩৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে তার চেহারা (কপাল) স্থির রাখতে সক্ষম না হলে সে তার কাপড় বিছিয়ে উহার উপর সিজ্‌দা করত।

٧٦٦. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

৭৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে যে কাজ জায়িয।

١١٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَمُدُّ رِجْلَيَّ فِيْ قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَرَفَعْتُهُمَا فَاِذَا قَامَ مَدَدْتُهُمَا .

১১৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সালাত আদায়কালে আমি তাঁর কিব্‌লার দিকে পা ছড়িয়ে রাখতাম; তিনি সিজ্‌দা করার সময় আমাকে খোঁচা দিলে আমি পা সরিয়ে নিতাম; তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।

١١٣٧ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى صَلَاةً قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَاَمْكَنَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُوْثِقَهُ اِلٰى سَارِيَةٍ حَتّٰى تُصْبِحُوْا فَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ فَرَدَّهُ اللّٰهُ خَاسِئًا قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ اَيْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اَيْ يُدْفَعُوْنَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ اِلَّا اَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيْدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ .

১১৩৭ মাহমূদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একবার সালাত আদায় করার পর বললেন ঃ শয়তান আমার সামনে এসে আমার সালাত বিনষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করল। তখন আল্লাহ্ পাক আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সকাল বেলা উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন সুলাইমান (আ.)-এর এ দু'আ আমার মনে পড়ে গেল, ...رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا "ইয়া রব! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমার পরে

banglainternet.com

আর কেউ না হয়"। তখন আল্লাহ্ তাকে (শয়তানকে) অপমাণিত করে দূর করে দিলেন। নযর ইব্ন শুমা'ইল (র.) বলেন, 'فَدَعَتْهُ' শব্দটি 'زال' সহ অর্থাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম এবং 'فَدَعَتْهُ' আল্লাহ্র কালাম 'يَوْمَ يُدَعُّوْنَ' থেকে অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সঠিক হল তবে 'فَدَعَتْهُ' তবে ع ও ت অক্ষর দু'টি তাশদীদ সহ পাঠ করেছেন।

٧٦٧. بَابُ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ

৭৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে থাকাকালে পশু ছুটে গেলে। কাতাদা (র.) বলেন, কাপড় যদি (চুরি করে) নিয়ে যাওয়া হয়, তবে সালাত ছেড়ে দিয়ে চোরকে অনুসরণ করবে।

١١٣٨ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ .

১১৩৮ আদম (র.).....আযরাক ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আহওয়ায শহরে হারুরী (খারিজী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা নহরের তীরে ছিলাম তখন সেখানে এক ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করতে লাগল আর তার বাহনের লাগাম তার হাতে রয়েছে। বাহনটি (ছুটে যাওয়ার জন্য) টানাটানি করতে লাগল, তিনিও তার অনুসরণ করতে লাগলেন। রাবী শু'বা (র.) বলেন, তিনি ছিলেন (সাহাবী) আবূ বারযাহ আসলামী (রা.)। এ অবস্থা দেখে এক খারিজী বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ্! এ বৃদ্ধকে কিছু করুন। বৃদ্ধ সালাত শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছয়, সাত কিংবা আট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সহজীকরণ লক্ষ্য করেছি। আমার বাহনটির সাথে আগপিছ হওয়া বাহনটিকে তার চারণ ভূমিতে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা, তাতে আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে।

١١٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ

banglainternet.com

قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِيْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ .

১১৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)........আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাতে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন, এরপর রুকূ' করলেন, আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকূ' থেকে মাথা তুললেন এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন। পরে রুকূ' সমাপ্ত করে সিজ্দা করলেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও এরূপ করলেন। তারপর বললেন ঃ এ দু'টি (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা তা দেখলে গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে। আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা সবই দেখতে পেয়েছি। এমন কি যখন তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলে তখন আমি দেখলাম যে, জান্নাতের একটি (আংগুর) গুচ্ছ নেওয়ার ইচ্ছা করছি। আর যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে আমি দেখলাম ^সেখানে আমর ইব্ন লুহাইকে যে সায়িবাহ[১] প্রথা প্রবর্তন করেছিল।
^ জাহান্নাম,

٧٦٨. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو نَفَخَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سُجُوْدِهِ فِيْ كُسُوْفٍ

৭৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে থাকাবস্থায় থু থু ফেলা ও ফুঁ দেওয়া। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাতের সিজ্দার সময় ফুঁ দিয়েছিলেন।

١١٤٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّمَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ .

১১৪০ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).........ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মসজিদের কিব্লার দিকে নাকের শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে মসজিদের লোকদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছেন, কাজেই তোমাদের কেউ সালাতে থাকাকালে থুথু ফেলবে না বা রাবী বলেছেন, নাক ঝাড়বে না। একথা বলার পর তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে এসে নিজের হাতে তা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলেন। এবং ইব্ন উমর (রা.) বলেন, তোমাদের কেউ যখন থু থু ফেলে তখন সে যেন তার বা দিকে ফেলে।

banglainternet.com

১. السَّوَائِبُ বহুবচন, একবচনে السَّائِبَةُ – অর্থ বিমুক্ত, পরিত্যক্ত, বাধনমুক্ত। জাহিলী যুগে দেব-দেবীর নামে উট ছেড়ে দেওয়ার-কু-প্রথা ছিল। এসব উটের দুধ পান করা এবং তাকে বাহনরূপে ব্যবহার করা অবৈধ মনে করা হত।

١١٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِيْ صَلاَتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

১১৪১ মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন তো সে তার রবের সাথে নিবিড় আলাপে মশগুল থাকে। কাজেই সে যেন তার সামনে বা ডানে থু থু না ফেলে; তবে (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে।

٧٦٩. بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِيْ صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ فِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত সালাতে হাততালি দেয় তার সালাত নষ্ট হয় না। এ বিষয়ে সাহ্‌ল ইব্ন সা'দ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٧٧٠. بَابُ اِذَا قِيْلَ لِلْمُصَلِّيْ تَقَدَّمْ اَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلاَ بَأْسَ

৭৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীকে আগে বাড়তে অথবা অপেক্ষা করতে বলা হলে সে যদি অপেক্ষা করে তবে এতে দোষ নেই।

١١٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْ اُزُرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلٰى رِقَابِهِمْ فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا .

১১৪২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.).....সাহ্‌ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা তাদের লুঙ্গি ছোট হওয়ার কারণে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাই মহিলাগণকে বলা হল, পুরুষগণ সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা (সিজ্‌দা থেকে) মাথা তুলবে না।

٧٧١. بَابُ لاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ

৭৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সালামের জবাব দিবে না।

banglainternet.com

١١٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً .

১১৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বাহ্ (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাকে সালামের জওয়াব দিতেন। আমরা (আবিসিনিয়া থেকে) ফিরে এসে তাঁকে (সালাতরত অবস্থায়) সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না এবং পরে বললেন ঃ সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

١١٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِيْ مَا اللّٰهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِيْ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّيْ أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِيْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ وَكَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১১৪৪ আবূ মা'মার (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠালেন, আমি গেলাম এবং কাজটি সেরে ফিরে এলাম। এরপর নবী ﷺ-কে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল যা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে নবী ﷺ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জওয়াব দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথম বারের চাইতেও অধিক খটকা লাগল। (সালাত শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন ঃ সালাতে ছিলাম বলে তোমার সালামের জওয়াব দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিব্লা থেকে ভিন্নমুখী ছিলেন।

٧٧٢. بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِيْ فِي الصَّلاَةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

৭৭২. অনুচ্ছেদ ঃ কিছু ঘটলে সালাতে হাত তোলা।

١١٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ

banglainternet.com

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلاَلُ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلُ التَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ يَاْمُرُهُ اَنْ يُصَلِّىَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَاَيُّهَاالنَّاسُ مَالَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلاَةِ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ. اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৪৫ কুতাইবা (র.).....সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল যে, কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রে কোন ব্যাপার ঘটেছে। তাদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ বকর! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্মব্যস্ত রয়েছেন। এদিকে সালাতের সময় উপস্থিত। আপনি কি লোকদের ইমামতী করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন এবং আবূ বকর (রা.) এগিয়ে গেলেন এবং তাক্‌বীর বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ তখন তাস্‌ফীহ্ করতে লাগলেন। সাহ্‌ল (রা.) বলেন, তাস্‌ফীহ্ মানে তাস্‌ফীক (হাতে তালি দেওয়া) তিনি আরো বললেন, আবূ বকর (রা.) সালাতে এদিক সেদিক তাকাতেন না। মুসল্লীগণ বেশী (হাত চাপড়াতে শুরু) করলে, তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে ইশারায় সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন। তখন আবূ বকর (রা.) তাঁর দু'হাত তুললেন এবং আল্লাহ্‌র হাম্‌দ বর্ণনা করলেন। তারপর পিছু হেঁটে পিছনে চলে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মুসল্লীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে? সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাত চাপড়াতে শুরু কর কেন? হাত চাপড়ানো তো মেয়েদের জন্য। সালাতে রত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে পুরুষরা সুব্‌হানাল্লাহ্ বলবে। তারপর তিনি আবূ বকর (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে সালাত আদায়ে বাধা দিল?

banglainternet.com

আবূ বক্‌র (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ইব্‌ন আবূ কুহাফার জন্য সংগত নয়।[১]

٧٧٣. بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ

৭৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কোমরে হাত রাখা।

١١٤٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَاَبُوْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৪৬ আবূ নু'মান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করা হয়েছে। হিশাম ও আবূ হিলাল (র.) ইব্‌ন সীরীন (র.)-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١٤٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ اَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

১১৪৭ আমর ইব্‌ন আলী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করা হয়েছে।

٧٧٤. بَابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنِّيْ لاَجَهِّزُ جَيْشِيْ وَاَنَا فِي الصَّلاَةِ

৭৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে মুসল্লীর কোন বিষয় চিন্তা করা। উমর (রা.) বলেছেন, আমি সালাতের মধ্যে আমার সেনাবাহিনী বিন্যাসের চিন্তা করে থাকি।[২]

١١٤٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَاٰى مَا فِيْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَاَنَا فِي الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يُمْسِيَ اَوْ يَبِيْتَ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

১১৪৮ ইস্‌হাক ইব্‌ন মান্‌সূর (র.).....উকবা ইব্‌ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম করেই তিনি দ্রুত উঠে তাঁর কোন

banglainternet.com

১. আবূ কুহাফা, আবূ বকর (রা.)-এর পিতা।
২. জিহাদ এবং আখিরাতের কাজ বিধায় বিশেষ পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) সালাতে এরূপ চিন্তা করেছেন।

এক সহধর্মিণীর কাছে গেলেন, এরপর বেরিয়ে এলেন। তাঁর দ্রুত যাওয়া আসার ফলে (উপস্থিত) সাহাবীগণের চেহারায় বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি বললেন ঃ সালাতে আমার কাছে রাখা একটি সোনার টুক্‌রার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় বা রাতে তা আমার কাছে থাকবে আমি এটা অপসন্দ করলাম। তাই, তা বন্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ছিলাম।

١١٤٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُذِّنَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَايَسْمَعُ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ اَدْبَرَ فَاِذَا مَكَثَ اَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُوْلُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِذَا فَعَلَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ اَبُوْ سَلَمَةَ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১১৪৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের আযান হলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তখন তার পশ্চাদ-বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে। মুআয্যিন আযান শেষে নিরব হলে সে আবার এগিয়ে আসে। আবার ইকামত বলা হলে পালিয়ে যায়। মুআয্যিন (ইকামত) শেষ করলে এগিয়ে আসে। তখন সে মুসল্লীকে বলতে থাকে, (ওটা) স্মরণ কর, যে বিষয় তার স্মরণে ছিল না শেষ পর্যন্ত সে কত রাকা'আত সালাত আদায় করল তা মনে করতে পারে না। আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) বলেছেন, তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থায় পড়লে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় যেন দু'টি সিজ্‌দা করে। একথা আবূ সালামা (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছেন।

١١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ النَّاسُ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِى الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا اَدْرِىْ فَقُلْتُ اَلَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلٰى قُلْتُ لٰكِنِّىْ اَنَا اَدْرِىْ قَرَاَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا .

১১৫০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বেশী হাদীস বর্ণনা করেছে। এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গতরাতে ইশার সালাতে কোন সূরা পড়েছেন ? লোকটি বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, কেন, তুমি কি সে সালাতে উপস্থিত ছিলে না ? সে বলল, হাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পড়েছেন।

banglainternet.com

٧٧٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيْضَةِ

৭৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতে দু' রাকা'আতের পর দাঁড়িয়ে পড়লে সিজ্‌দায়ে সহু প্রসঙ্গে।

١١٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৫১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর আগে তাক্‌বীর বলে বসে বসেই দু'টি সিজ্‌দা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

١١٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ .

১১৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের দু'রাকা'আত আদায় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকা'আতের পর তিনি বসলেন না। সালাত শেষ হয়ে গেলে তিনি দু'টি সিজ্‌দা করলেন এবং এরপর সালাম ফিরালেন।

٧٧٦. بَابُ إِذَا صَلّٰى خَمْسًا

৭৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলে।

١١٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

banglainternet.com

১১৫৩ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে ? তিনি বললেন, এ

প্রশ্ন কেন ? (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি তো পাঁচ রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন! অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

٧٧٧. بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِيْ ثَلاَثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُوْدِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ

৭৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকা'আতে সালাম ফিরিয়ে নিলে সালাতের সিজ্‌দার ন্যায় তার চাইতে দীর্ঘ দু'টি সিজ্‌দা করা।

١١٥٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

১১৫৪ আদম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে যুহর বা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সালাত কি কম হয়ে গেল ? নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক ? তাঁরা বললেন, হাঁ। তখন তিনি আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। পরে দু'টি সিজ্‌দা করলেন। সা'দ (রা.) বলেন, আমি উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা.)-কে দেখেছি, তিনি মাগরিবের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে দু'টি সিজ্‌দা করলেন। এবং বললেন, নবী করীম ﷺ এরূপ করেছেন।

٧٧٨. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ يَتَشَهَّدُ

৭৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায়ে সহুর পর তাশাহ্‌হুদ না পড়লে। আনাস (রা.) ও হাসান (বাসরী) (র.) সালাম ফিরিয়েছেন। কিন্তু তাশাহ্‌হুদ পড়েননি। কাতাদা (র.) বলেছেন, তাশাহ্‌হুদ পড়বে না।

١١٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِيْ تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ

banglainternet.com

نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ .

১১৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাকা'আত আদায় করে সালাত শেষ করলেন। যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি কম করে দেওয়ার হয়েছে, না কি আপনি ভুলে গেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে ? মুসল্লীগণ বললেন, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাক্বীর বললেন, পরে সিজ্দা করলেন, স্বাভাবিক সিজ্দার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ। এরপর তিনি মাথা তুললেন।

١١٥٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

১১৫৬ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....সালামা ইব্ন আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ (ইবন সীরীন) (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সিজ্দায়ে সহুর পর তাশাহ্হুদ আছে কি ? তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে তা নেই।

٧٧٩. بَابُ مَنْ يُكَبِّرُ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

৭৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্দায়ে সহুতে তাক্বীর বলা।

١١٥٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى النَّبِيُّ ﷺ اِحْدٰى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَكْثَرُ ظَنِّيْ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَهَابَا اَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا اَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِيُّ ﷺ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ اَنَسِيْتَ اَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلٰى قَدْ نَسِيْتَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْاَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ .

১১৫৭ হাফ্স ইব্ন উমর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বিকালের কোন এক সালাত দু' রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তা ছিল আসরের সালাত। তারপর মসজিদের একটি কাষ্ঠ খণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং উহার উপর হাত রাখলেন। মুসল্লীগণের ভিতরে সামনের দিকে আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.) ও ছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়া-কারী মুসল্লীগণ বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, সালাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে ? কিন্তু এক ব্যক্তি, যাঁকে নবী

banglainternet.com

ﷺ যুল ইয়াদাইন বলে ডাকতেন, জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি ভুলে গেছেন, না কি সালাত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলিনি আর সালাতও কম করা হয়নি। তখন তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাক্‌বীর বলে সিজ্‌দা করলেন, স্বাভাবিক সিজ্‌দার ন্যায় বা তার চেয়ে দীর্ঘ। তারপর মাথা উঠিয়ে আবার তাক্‌বীর বলে মাথা রাখলেন অর্থাৎ তাক্‌বীর বলে সিজ্‌দায় গিয়ে স্বাভাবিক সিজ্‌দার মত অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজ্‌দা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে তাক্‌বীর বললেন।

١١٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسْدِيِّ حَلِيْفِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ كَانَ مَانَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيْرِ .

১১৫৮ কুতাইবা ইব্‌ন সা'য়ীদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহাইনা আসাদী (রা.) যিনি বনূ আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাঁর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহ্‌রের সালাতে (দু' রাকা'আত আদায় করার পর) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত পূর্ণ করার পর সালাম ফিরাবার আগে তিনি বসা অবস্থায় ভুলে যাওয়া বৈঠকের স্থলে দু'টি সিজ্‌দা সম্পূর্ণ করলেন, প্রতি সিজ্‌দায় তাক্‌বীর বললেন। মুসল্লীগণও তাঁর সঙ্গে এ দু'টি সিজ্‌দা করল। ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে তাক্‌বীরের কথা বর্ণনায় ইব্‌ন জুরাইজ (র.) লায়স (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٧٨٠. بَابُ اِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

৭৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা হল না কি চার রাকা'আত, তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করা।

١١٥٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَاهِشَامُ ابْنُ اَبِيْ عَبْدِاللّٰهِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ الْاَذَانَ فَاِذَا قُضِيَ الْاَذَانُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كَمْ صَلّٰى ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

banglainternet.com

১১৫৯ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান

শুনতে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ু সশব্দে নির্গত হতে থাকে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হলে সে পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমন কি সে সালাত রত ব্যক্তির মনে ওয়াস্‌ওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তার স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ তিন রাকা'আত বা চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করবে ।

٧٨١. بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

৭৮১. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয ও নফল সালাতে ভুল হলে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বিত্‌রের পর দু'টি সিজ্‌দা (সহু) করেছেন।

١١٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا يَدْرِي كَمْ صَلّٰى فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১১৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করে।

٧٨٢. بَابُ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

৭৮২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ তার সংগে কথা বললে এবং তা শুনে যদি সে হাত দিয়ে ইশারা করে।

١١٦١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ

banglainternet.com

سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ .

১১৬১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.).....কুরাইব (র.) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা.) তাঁকে আয়িশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনি সে দু' রাকা'আত আদায় করেন, অথচ আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, নবী করীম ﷺ সে দু' রাকা'আত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) সংবাদ আরও বললেন যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে এ সালাতের কারণে লোকদের মারধোর করতাম। কুরাইব (র.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা কর। (কুরাইব (র.) বলেন) আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাঁদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে আয়িশা (রা.)-এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে আয়িশা (রা.)-এর কাছে যে বিষয় নিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে পুনরায় উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আমিও নবী করীম ﷺ-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ তারপর তাঁকে তা আদায় করতেও দেখেছি। একদিন তিনি আসরের সালাতের পর আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন আমার কাছে বনূ হারাম গোত্রের আনসারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর কাছে পাঠালাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মে সালামা (রা.) আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনাকে (আসরের পর সালাতের) দু' রাকা'আত নিষেধ করতে শুনেছি; অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন ? যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন, তাহলে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইশারা করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ উমায়্যার কন্যা! আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। তাদের কারণে যুহরের পরের দু' রাকা'আত আদায় করা থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দু' রাকা'আত সে দু' রাকা'আত।[১]

banglainternet.com

১. ঘটনাটি একবারের হলেও নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যের কারণে তা নিয়মিত সালাতে পরিণত হয়। কারণ, নবী ﷺ কোন আমল একবার শুরু করলে তা নিয়মিত করতেন।

٧٨٣. بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে ইশারা করা। কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

١١٦٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৬২ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, বনূ আমর ইব্ন আওফ-এ কিছু ঘটেছে। তাদের মধ্যে আপোস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবূ বক্র (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ বক্র! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গিয়েছে, আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামতি করতে প্রস্তুত আছেন ? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) ইকামত বললেন এবং আবূ বক্র (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকদের জন্য তাক্বীর বললেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতারের ভিতর দিয়ে হেঁটে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তখন হাততালি দিতে লাগলেন। আবূ বক্র (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, সালাতে এদিক সেদিক তাকাতেন না। মুসল্লীগণ যখন অধিক পরিমাণে হাততালি দিতে লাগলেন, তখন

banglainternet.com

তিনি সেদিকে তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইশারা করে সালাত আদায় করতে থাকার নির্দেশ দিলেন। আবূ বক্‌র (রা.) দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ বর্ণনা করলেন এবং পিছনের দিকে সরে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে মুসল্লীগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে, সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে থাক কেন? হাততালি তো মেয়েদের জন্য। কারো সালাতের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ্' বলে। কারণ, কেউ অন্যকে 'সুবহানাল্লাহ্' বলতে শুনলে অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য করবে। তারপর তিনি বললেন, হে আবূ বক্‌র! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বাধা দিল? আবূ বক্‌র (রা.) বললেন, কুহাফার ছেলের জন্য এ সমীচীন নয় যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

١١٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ .

১১৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র.).....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, আর লোকেরাও সালাতে দাঁড়ানো ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের অবস্থা কি? তখন তিনি তাঁর মাথা দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, ইহা কি নিদর্শন? তিনি আবার তাঁর মাথার ইশারায় বললেন, হাঁ।

١١٦٤ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا .

১১৬৪ ইস্‌মায়ীল (র.).....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ঘরে বসে সালাত আদায় করছিলেন। একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের প্রতি ইশারা করলেন, বসে যাও। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে; আর তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে।

banglainternet.com